পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ

- ইমানুয়েল কান্ট তাঁর “ Critique of Pure Reason” গ্রন্থের ভূমিকাতে প্রথমেই বলেছেন যে, “There can be no doubt that all our knowledge begins with experience.”
- কান্টের মতে অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের জ্ঞান শুরু হয়।
- অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত অসংবদ্ধ উপাদান পেয়ে মন সক্রিয় হয়। অতঃপর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাদানগুলোর উপর মন নিজের মধ্য থেকে অভিজ্ঞতাপূর্ব আকারগুলো সরবরাহ করে।
- অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া সংবেদন এবং মনের নিজের মধ্যে থেকে জুগিয়ে দেয়া চিন্তার আকার – এই দুইয়ের সংমিশ্রণে জ্ঞান গঠিত।

- উদাহরণস্বরূপ "এই কমলালেবুটি মিষ্টি" এই ইন্দ্রিয় সংবেদনটি জ্ঞানরূপে গণ্য হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মন আমাদেরকে দ্রব্য ও গুণ এই দুটি আকার সরবরাহ না করে।
- দ্রব্য সম্পর্কে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান না থাকলে কমলালেবুটি যে দ্রব্য সে জ্ঞান হয় না এবং গুণ সম্পর্কে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান না থাকলে মিষ্টি নামক গুণটি ঐ দ্রব্য অর্থ্যাৎ কমলালেবুতে আরোপ করা যায় না।

পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান ও পরতঃসিদ্ধ জ্ঞান

- পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞান কান্ট যাকে শুদ্ধজ্ঞান বলে চিহ্নিত করেছেন। এ জ্ঞানে কোনরূপ অভিজ্ঞতার মিশ্রণ নেই।

  যে অবধারণ বা বাক্য অভিজ্ঞতানিরপেক্ষভাবে সার্বিক ও অনিবার্য সে অবধারণই হচ্ছে পূর্বতঃসিদ্ধ অবধারণ।

- পরতসিদ্ধ জ্ঞান বলতে সেই জ্ঞানকে বোঝানো হয়, যা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়।

বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ

- যে অবধারণে বিধেয়ের দ্বারা নতুন কিছু বলা হয় না, অর্থ্যাৎ উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়কে পাওয়া যায়, সে ধরণের অবধারণকে বিশ্লেষণাত্মক অবধারণ বলা হয়।

  যেমন, মানুষ হয় চিন্তাশীল প্রাণী।

  এ ধরণের অবধারণের সত্যতা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে না। পূর্ব থেকেই এ ধরণের অবধারণ সত্য বলে ধরে নেয়া হয়।

- যে অবধারণের উদ্দেশ্যকে বিশ্লেষণ করলে বিধেয়কে পাওয়া যায় না এবং বিধেয়ের দ্বারা উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন জ্ঞান সংযোজিত হয় সেই অবধারণকে বলা হয় সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ।

  যেমন, সকল মানুষ হয় মরণশীল।

  এ ধরনের অবধারণের সত্যতা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে।

কান্টের চার ধরণের অবধারণ

১. পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক অবধারণ ঃ অনিবার্যতা ও সার্বিকতা রয়েছে, কিন্তু বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয় না।

সকল মানুষ হয় বুদ্ধিবৃত্তিসম্পন্ন জীব।

২. পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ ঃ অনিবার্যতা ও সার্বিকতা রয়েছে এবং বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয়।

৫+৭=১২ অথবা, ৫ ও ৭ এর যোগফল হয় ১২।

৩. পরতঃসিদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক অবধারণ ঃ এ অবধারণ সম্ভব নয়।

৪. পরতঃসিদ্ধ সংশ্লেষনাত্মক অবধারণ ঃ অনিবার্যতা ও সার্বিকতা নেই । বিধেয় উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য দেয়।

কিছু মানুষ হয় চঞ্চল।

কান্টের মতে তিন রকমের অবধারণ সম্ভব। পরতঃসিদ্ধ বিশ্লেষণাত্মক অবধারণ সম্ভব নয়।

পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের সম্ভাব্যতা

<u>গণিতে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাব্যতা ঃ</u>

৫+৭=১২

অবধারণটি একাধারে পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষণাত্মক।

❖ গণিতের সব বিধান্ই পূর্বতঃসিদ্ধ কারণ এগুলো সার্বিক ও অনিবার্য। সর্বক্ষেত্রেই ৫ ও ৭ এর যোগফল অনিবার্যভাবেই ১২হবে।

❖ আবার গণিতের অবধারণগুলো সংশ্লেষক, কারণ এখানে যোগফল ১২একটি নতুন তথ্য যা ৫ ও ৭ এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের সম্ভাব্যতা

জ্যামিতিতে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাব্যতা ঃ

সরল রেখা হয় দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী লঘুতম দুরত্ব।

অবধারণটি একাধারে পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষণাত্মক।

- জ্যামিতির সব প্রতিজ্ঞাই পূর্বতঃসিদ্ধ কারণ এগুলো কোন এক চিত্রে প্রমানিত হলে অনিবার্যভাবেই সবচিত্রেই তা প্রমাণিত হবে। সব চিত্রেই দুই বিন্দুর মধ্যবর্তীর লঘুতর দুরত্বকে সরলরেখা বলা হবে।
- আবার জ্যামিতির অবধারণগুলো সংশ্লেষক, কারণ এখানে সরল রেখা ও লঘুতম দুরত্ব এক কথা নয়। লঘুতম দুরত্ব বিধেয়টি একটি নতুন তথ্য যা সরল রেখা উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে না।

পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের সম্ভাব্যতা

পদার্থবিজ্ঞানে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাব্যতা ঃ

কোন কিছু ঘটলেই তার কারণ থাকবে।

অবধারণটি একাধারে পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষণাত্মক।

- ❖ অবধারণটি পূর্বতসিদ্ধ, কারণ সবক্ষেক্ষেত্রেই প্রত্যেক ঘটনার অনিবার্যভাবে একটি কারণ থাকবে। এটি সার্বিক ও অনিবার্য।
- ❖ আবার অবধারণটি সংশ্লেষক, কারণ এখানে উদ্দেশ্য পদ কোন কিছু ঘটা এবং বিধেয় পদ কোন কারণ থাকা এক কথা নয় । কোন কারণ থাকা বিধেয়টি একটি নতুন তথ্য যা কোন কিছু ঘটা উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে না।

সমালোচনা

- অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিলের মতে, গণিত শাস্ত্রসহ সব শাস্ত্রের বাক্যগুলোই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রাপ্ত। এখানে মন প্রদত্ত আকারের কোন প্রয়োজন নেই। ২+২=৪, এ কথাটি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে গণনা করেই পাওয়া যায়। স্বতঃসিদ্ধ মৌলিক জ্যামিতিক বচনগুলোও অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
- আর্থার পেপ এর মতে কান্ট পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান বলতে এমন ধরণের জ্ঞান বলেছেন যা অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং কোন রকম ইন্দ্রিয় সংবেদন মুক্ত। আবার তিনি নিজেই বলেছেন আমাদের সমস্ত জ্ঞানই অভিজ্ঞতা দিয়ে শুরু হয়।
- রাসেল এর মতে সব কিছু পরিবর্তনের সাথে সাথে আমাদের মন বা স্বভাবেরও পরিবর্তন হতে পারে। সে ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি ২+২=৫। কাজেই গণিতে যে পূর্বতঃসিদ্ধ সুনিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব কান্টের এ দাবি টিকে না।

বাড়ীর কাজ

পূর্বর্তঃসিদ্ধ সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ কী? ইমানুয়েল কান্ট কিভাবে দেখান যে, গণিত, জ্যামিতি ও পদার্থবিদ্যায় পূর্বর্তসিদ্ধ অবধারণ সম্ভব।